গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.hsd.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

সিএমএসডি এর মাধ্যমে করোনাকালীন বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রয় কার্যক্রম (কোভিড, নন-কোভিড) এবং আগামী অর্থ বছরের (২০২০-২১) ক্রয় পরিকল্পনা নিয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জাহিদ মালেক, এমপি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (ভবন নং ৩- কক্ষ নং ৩৩২) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভার তারিখ	:	১১-১১-২০২০খ্রিঃ
সভার সময়	:	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
সভার উপস্থিতি	:	উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও সংক্রমন প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি তুলে ধরে বলেন যে, জনসংখ্যার তুলনায় অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশে মৃত্যু হার অনেক কম যদিও কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়। তিনি একটি পরিসংখ্যান উল্লেখকরে জানান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৈনিক ১০০০ থেকে ১২০০ জনের মৃত্যু হচ্ছে। সে তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা ভাল কিন্তু আত্মতুষ্টির সুযোগ নেই, আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে No Mask, No Serivce স্লোগান আমরা গ্রহণ করেছি এবং সারাদেশে যথাযথভাবে তা পালন হচ্ছে। ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীসহ যারা সরাসরি রোগীর তত্ত্বাবধানে থাকেন তারা সার্জিক্যাল মাস্ক পরবে অন্যান্যরা কাপড়ের তৈরি মাস্ক পরবে। এরকম মহামারী পরিস্থিতিতে আমাদেরকে ধৈর্য্যের সাথে কাজ করে যেতে হবে। সঠিক সময়ে সেবা দিতে হলে সঠিকভাবে পরিকল্পনা থাকতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ করে কোভিড-১৯ ক্রয় সম্পর্কিত কি কি কেনার আছে? আগামী অর্থ বছরের ক্রয়ের পরিকল্পনা কি? গত অর্থ বছরের ক্রয়ের অবস্থা কেমন ছিল?সাধারণ রোগীদের জন্য কি কি ক্রয় করা উচিত? এসকল বিষয়ে সিএমএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর মহাপরিচালকসহ সকল লাইন ডাইরেক্টরদের নিকট জানতে চান। তিনি গত অর্থ বছরের পরিকল্পনাগুলো এবং বিভিন্ন হাসপাতালের প্রয়োজনীয় চাহিদা নিয়ে ক্রয় পরিকল্পনা করা উচিত মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং এ সকল বিষয় মাথায় রেখে এ সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান। সুনির্দিষ্টভাবে বাৎসরিক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিএমএসডি এর ১৩টি অপারেশন প্ল্যান এবং প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান এর অগ্রগতি সম্পর্কে সভাপতি জানতে চান।

১.২ সভাপতির আহ্বানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডাইরেক্টরগণ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ ও পরিকল্পনা উল্লেখ করে যথাসময়ে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করতে পারবেন কিনা, কোন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না এবং ইতোমধ্যে কী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে সভাকে অবহিত করেন।

১.৩ পরিচালক, সিএমএসডি সভাকে জানান যে, তিনি ৫ মাস ৮ দিন পূর্বে যোগদান করেছেন। বিভিন্ন অপারেশন প্ল্যান থেকে ২০ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৩৪৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার প্ল্যান পেয়েছেন উল্লেখ করে উক্ত কার্যক্রম মে ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন করবেন মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন। সিএমএসডি এর জনবল স্বল্পতার বিষয়টি তিনি সভায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, USAID কর্তৃক সহায়তাকৃত ১০০টি ভেন্টিলেটর প্রদান করেছেন যা সিএমএসডির স্টোরে রাখার জায়গা নেই।

১.৪ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সিএমএসডি'র স্টোর থেকে ব্যবহার অনুপযোগী মালামাল সরিয়ে নেওয়ার জন্য লাইন ডাইরেক্টর, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ভেন্টিলেটর সার্ভে করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল একজন ছাড়া আর কেউ এতে স্বাক্ষর করেনি।

১.৫ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ একই সময়ে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অন্য একটি সভা থাকায় এ সভার শুরুতে উপস্থিত না থাকতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সিএমএসডি'র ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন এ বিষয়ে আজ বিস্তারিত আলোচেনা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে যত দুর্নীতি সংক্রান্ত সমালোচনা শোনা যায় তার বেশির ভাগই যন্ত্রপাতি কেনাকাটা সম্পর্কিত কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি করোনাকালীন সময়ে স্বচ্ছতার সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রচুর কাজ করেছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, সিএমএসডিতে গত কয়েক মাসে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যার ইতিবাচক প্রভাব সারা দেশে পড়েছে। বর্তমান পরিচালক গত কয়েক মাসে কেনা কাটা বাবদ ১৬৭ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্তত ০৫ বার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত সফলতার সাথে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করছে তার কৃতিত্ব আপনাদের এখানেও যায়। সিএমএসডি এর গোডাউনে যা পড়ে আছে তা জনগণের টাকায় কেনা, কেন গুদামে পড়ে আছে এ বিষয়টি দুদক দেখছে। আমরা চাই, আমরা যেন সঠিক জবাব দিতে পারি, আমাদের সময়ে জানা মতে আমরা কোন অন্যায় করিনি। সচিব মহোদয় মাননীয় মন্ত্রীকে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে তিনি সিএমএসডিতে যাবেন এবং গুদামে কি কি মালামাল পড়ে আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খারুপে যাচাই করবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯ সম্পর্কিত চিকিৎসা সামগ্রী অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে আমরা ক্রয় করতে চাই। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্রয়ে অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের আছে আমরা ৫০ টাকা পর্যন্ত হিসাব রাখতে চাই। তিনি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, টারশিয়ারী পর্যায়ের সকল হাসপাতাল পরিদর্শন করে কোথায় কোন মেশিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে তা খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

২.০. সভার বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
২.১	সকল লাইন ডাইরেক্টর ক্রয় পরিকল্পনা এবং বন্টন তালিকা যথাযথভাবে প্রস্তুত করে সিএমএসডিতে পাঠাবেন। ক্রয় পরিকল্পনা, বন্টন এবং End User পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত সকল স্তরের কার্যক্রমে সিএমএসডির পরিচালকের সঙ্গে লাইন ডাইরেক্টরগণ সার্বিক সমন্বয় রক্ষা করবেন।	লাইন ডাইরেক্টর (সংশ্লিষ্ট সকল)
২.২	পরিচালক, সিএমএসডি ২০২০-২০২১ অর্থবছর এর জন্য প্রণীত ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক মে/২০২১ সালের মধ্যে সকল ক্রয় কার্যক্রম শেষ করবেন।	পরিচালক, সিএমএসডি লাইন ডাইরেক্টর(সংশ্লিষ্ট সকল)
২.৩	চাহিদা মাফিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। সিএমএসডি'র ক্রয় কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন কর'র জন্য জনবল ও আনুষাঙ্গিক সকল কিছু দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের পরপরই তার বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। লাইন ডাইরেক্টরগণ প্রকিউরমেন্ট প্ল্যানের সাথে অবশ্যই বন্টন তালিকা দিবেন এবং লাইন ডাইরেক্টরগণ যদি সিএমএসডি সম্পর্কিত ক্রয় কার্যক্রমে কোন সমস্যা অনুভব করেন তখন যেন অবশ্যই সরাসরিভাবে পরিচালক, সিএমএসডিকে অবহিত করেন।	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর লাইন ডাইরেক্টর(সংশ্লিষ্ট সকল)
২.৪	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্ত অপারেশন প্ল্যানের শতকরা কত ভাগ কাজ হয়েছে, শতকরা কত ভাগ কাজ হয়নি তার তথ্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।	ক) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খ) লাইন ডাইরেক্টর(সংশ্লিষ্ট সকল)
২.৫	সিএমএসডিতে মজুদ যন্ত্রাংশের বন্টন তালিকা প্রস্তুত করে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে গুদাম খালি করতে হবে।	ক) পরিচালক, সিএমএসডি খ) লাইন ডাইরেক্টর (সংশ্লিষ্ট)
২.৬	সারাদেশে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্সরে মেশিন, আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন, এ্যানেসথেসিয়া মেশিন, অপারেশন থিয়েটার লাইট ইত্যাদি সকল যন্ত্রপাতির প্রকৃত অবস্থার (চালুকৃত এবং নষ্ট) তালিকা তৈরি করতে হবে।	ক) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খ) লাইন ডাইরেক্টর(সংশ্লিষ্ট সকল)
২.৭	যে সকল স্বাস্থ্য পরিক্ষার ইউজার ফি নির্ধারণ করা হয়নি এবং কিছু চিকিৎসা সেবা যাতে মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় যেমন: ল্যাপরোস্কোপিক মেশিন দ্বারা অপারেশন এবং এর সেবার মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।যারা মেশিন অপারেট করে তাদের একটা ইনসেনটিভ দেওয়া যায় কিনা সেটা চিন্তা করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা প্রস্তুত করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.৮	Planning, Monitoring, Research (PMR) অপারেশন প্ল্যানের আওতায় কী গবেষণা হয়েছে তার তালিকা আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানোর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খ) লাইন ডাইরেক্টর(সংশ্লিষ্ট সকল)
২.৯	ভিটামিন-A ক্যাম্পেইনের জন্য ভিটামিন A এসেনসিয়াল ড্রাগস কেম্পানী	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন দায়িত্ব
	লিমিটেড এর নিকট থেকে ক্রয় করতে হবে।	লাইন ডাইরেক্টর (সংশ্লিষ্ট সকল)
২.১০	Anesthesia ডাক্তারদের স্বল্পতা নিরসনের দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ Anesthesia সোসাইটির সাথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটি সভা আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১১	কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে পরামর্শ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১২	ERPP (Emergency Response Pendemic Preparedness Project) এর আওতায় Ventilator এর সার্ভে সম্পর্কিত জটিলতা নিরসনে নতুন Technical Specification Committee (TSC) করে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১৩	টারশিয়ারী পর্যায়ের সকল হাসপাতাল পরিদর্শন করে অব্যবহৃত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১৪	সকল সিভিল সার্জন জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগকে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিকে দৃশ্যমান ও কার্যকর অভিযান/পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং অনিয়ম, ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে সেই সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ/নিবন্ধন বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর প্রেসের বিষয়ে একটি অবস্থান পত্র প্রস্তুত করে আগামী ০৭(সাত) দিনের মধ্যে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	ক) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খ) লাইন ডাইরেক্টর, Lifestyle, Health Education & Promotion
২.১৬	Covid-19 ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইটেম একই সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইটেম ক্রয়, সরবরাহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব একনেক (ECNEC) থেকে অনুমোদন করিয়ে আনতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২.১৭	PSI এর জন্য যেসকল ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে সেসকল ক্রয় আন্তর্জাতিক ফার্মকে দিয়ে PSI এর মাধ্যমে ক্রয়কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালক, সিএমএসডি
২.১৮	সিএমএসডি-তে পদ সৃজন, সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসসহ প্রতিষ্ঠানের সংস্কার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জরুরিভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিচালক, সিএমএসডি

৩.০. আর কোন আলোচনা না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৮/১১/২০২০খ্রি.
জাহিদ মালেক, এমপি
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০২.২০১৫(অংশ)- ৯২৩

তারিখঃ ০৪ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৯ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। পরিচালক (সিএমএসডি), সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস্ ডিপো (সিএমএসডি), তেজগাঁও, ঢাকা।

৪। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। লাইন ডাইরেক্টর (সকল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৯/১১/২০২০

ড. বিলকিস বেগম
উপসচিব
ই-মেইল: ghm1@hsd.gov.bd

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৫। যুগ্মসচিব (মনিটরিং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।